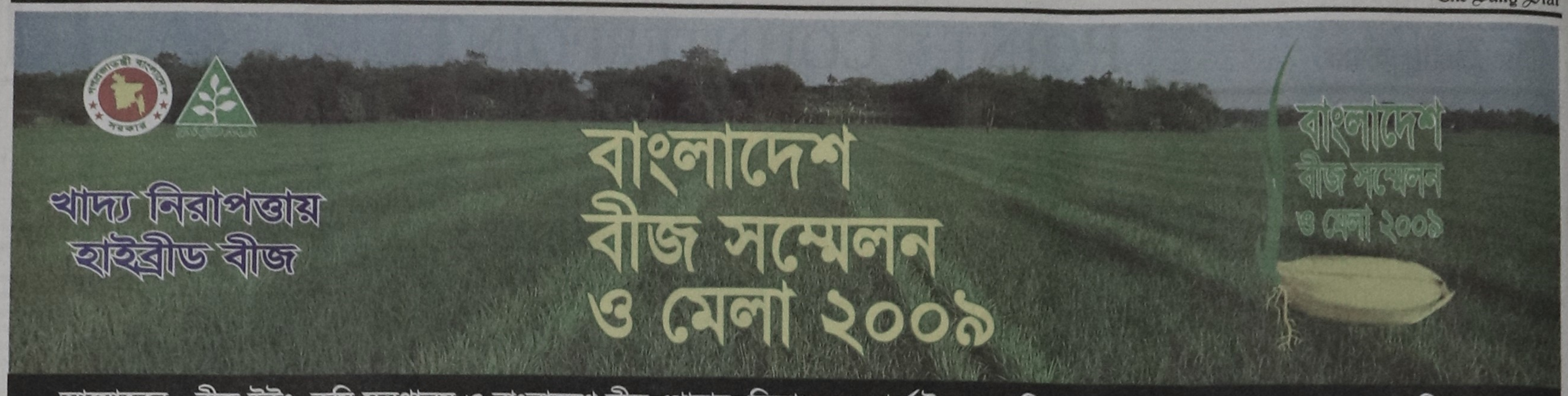

আয়োজনে : বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এণ্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন

২৮ -৩০ এপ্রিল ২০০৯

বাণী

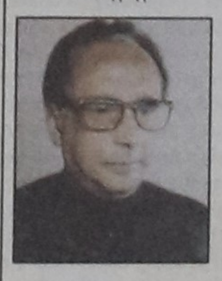

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উৎপাদন বাড়াতে উন্নতমানের বীজের বিকল্প নেই। সময় ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিতে আজ স্থানীয় জাতের বীজের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড বীজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমদানি নির্ভর এসব বীজ আমাদের আবহাওয়া, মাটি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমি এদেশের আবহাওয়া উপযোগী এবং পরিবেশ বান্ধব উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদনের জন্য দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানাই।

'বীজ সম্মেলন ও মেলা- ২০০৯' জনগণের মাঝে বীজ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা'র সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

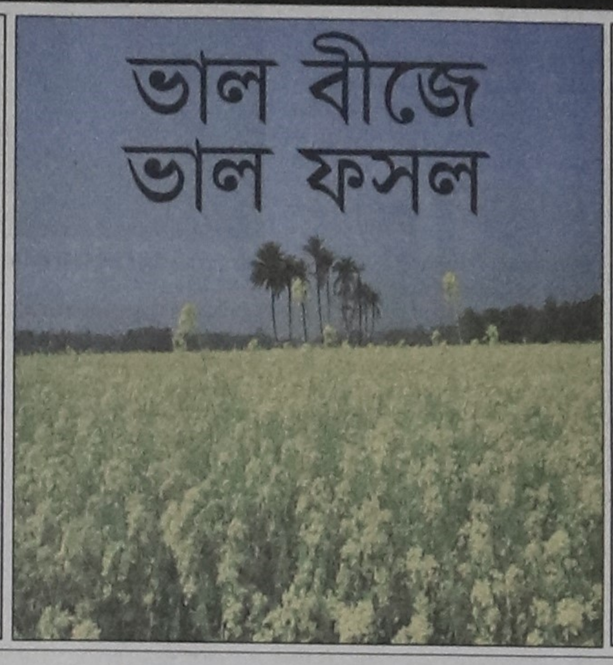

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৫ বৈশাখ ১৪১৬
২৮ এপ্রিল ২০০৯

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার ও মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। কৃষকের কাছে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতোমধ্যেই সার ও ডিজেলসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে।

এবারের বীজ সম্মেলন ও মেলার মূল প্রতিপাদ্য 'খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ' নির্ধারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে হাইব্রিড বীজ সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল আশঙ্কা দূর করার উপায় খুঁজে বের করতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি।

বীজ বিষয়ক এ ধরনের সম্মেলন ও মেলা আগামী দিনগুলোতে হাইব্রিড ফসলের লাগসই গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং পরিবেশ-বান্ধব করার পাশাপাশি দেশীয় ফসলের জাতসমূহের উন্নয়ন, বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক প্রসার হবে।

আমি বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বীজ উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। " খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ" এ প্রতিপাদ্যের আলোকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরণের আয়োজন প্রশংসনীয়। মেলা আয়োজনের অনুসংগ হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকেও আমি স্বাগত জানাই।

বলা হয়ে থাকে ভাল বীজে ভাল ফসল। শুধু মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ৮-১০% উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অত্যাধিক জনসংখ্যার ছেট্র এ দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আর এ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভাল বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি বিজ্ঞানীরা ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করবেন আর কৃষকরা যাতে তা সহজে এবং সুলভে ব্যবহার করতে পারেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। তবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে বিদেশী কোম্পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা আমাদের জন্য সুখকর নয়। এ কার্যক্রমে বড় ধরণের বিনিয়োগের জন্য আমি দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানাই। একই সাথে সহজে এবং সুলভে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তিতে কৃষকরা যাতে কোনভাবেই হয়রানি কিংবা প্রতারণার শিকার না হন সেদিকে সংশ্লিষ্টরা তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন বলে আশা করি।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিশন হচ্ছে একটি উৎপাদনমুখী, টেকসই ও লাভজনক কৃষিখাত গড়ে তোলা। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বিত বিভিন্ন উদ্যোগ এই ভিশন বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপকে এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে আমি মনে করি। একই সাথে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ সরকারী ও বেসরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান এবং সকল উদ্যোক্তাকে গুনগত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে আরো উদ্বুদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি।

আমি বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ এর সাফল্য কামনা করি।

মতিয়া চৌধুরী

বাণী

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে "বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯" আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও অগ্রহ সৃষ্টি করার প্রয়াসে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলার আয়োজন। এ সম্মেলন ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাইব্রিড বীজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞান, তৎপরতা ও দায়িত্বশীলতা আরোও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

বর্তমানে কৃষকদের মধ্যেও ভালমানের বীজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভাল বীজের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বীজসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ ধরনের বীজ মেলা যত বেশী হবে ভাল বীজের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা ততো বৃদ্ধি পাবে। বীজ সম্মেলন ও মেলায় বীজ কোম্পানী, বীজ উৎপাদক, বীজ ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ পরস্পরের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ পাবেন। এতে বিনিময় হবে কৃষি প্রযুক্তি ও জানের। এ সম্মেলনের ফলে এ দেশের কৃষক, কৃষি উপকরণ ও পন্য ব্যবসায়ী, দেশের কৃষিখাত তথা জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হবে। সরকারের লক্ষ্যও এটাই।

বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ এর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সামনে দেশীয় উন্নত জাত ও হাইব্রিড জাতের রকমারী বীজের গুণাগুণ তুলে ধরার সুযোগ পাবে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৯ এর সাফল্য কামনা করছি।

(কৃষিবিদ শওকত মোমেন শাহজাহান এমপি)
সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ-এ মূল বিষয়কে সামনে রেখে কৃষক পর্যায়ে হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে "বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা -২০০৯" আয়োজন দেশে অধিকতর হাইব্রিড বীজ ব্যবহার ও খাদ্য নিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সীমিত চাষযোগ্য উর্বর জনবহুল বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প নেই। দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তার সিংহভাগ অবদান ভাল মানের বীজ ব্যবহার। হাইব্রিড বীজের ব্যবহার আমাদের দেশে খুব বেশী আগে শুরু না হলেও এর সুফল ইতোমধ্যে আমরা পেতে শুরু করেছি। উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কৃষক পর্যায়েও হাইব্রিড বীজের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণের একটি অনন্য উপায় হচ্ছে মেলা। এ বীজ সম্মেলন ও মেলায় প্রায় ১০০টি দেশী-বিদেশী সীড কোম্পানী এবং ১৫০০ জন দেশী-বদেশী বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। এ মেলার সফলতা দেশের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারকে আরোও গতিময় করবে, যা আমাদের কৃষির উদ্যোগকে আরো একধাপ এগিয়ে নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সকলের স্বত-স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ সফল হোক এ কামনা করছি।

(আনোয়ার ফারুক)
মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং
আহবায়ক
বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা ২০০৯

খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে জনগনের অধিকার যা টেকসই খাদ্য উৎপাদন, বিতরণ ও খাদ্য গ্রহনের অধিকারকে বুঝায়। খাদ্যের অপর্যাপ্ততার কারনেই মূলত:খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশ তার নিজস্ব উৎপাদন দ্বারা খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, সাইক্লোন প্রবণ একটি দেশ। প্রতি বছরই সমগ্র দেশ বা দেশের বৃহত্তর অংশ বন্যায় প্লাবিত হয়। এ কারণে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকে এবং মাঝে মধ্যেই বিশ্বের সামগ্রীক খাদ্য ঘাটতি এ অবস্থাকে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। তাই কাংখিত খাদ্য চাহিদা মোকাবেলার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনুকূল পরিবেশে অধিক খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো তথা খাদ্যের কাংখিত মজুদ গড়ে তোলা।

বীজ হচ্ছে কৃষির মূল উপকরণ। ভালো বীজ ব্যবহারে প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধি পায় এবং হাইব্রিড বীজের ব্যবহার এ ফলন বৃদ্ধির শতকরা হার আরো বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের দ্বারা উচ্চ ফলনশীল জাতের চেয়ে (ধানের ক্ষেত্রে) ২০% ফলন বেশী পাওয়া যায়। সুতরাং দেশীয় বা উচ্চ ফলনশীল জাত অপেক্ষা হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার টেকসই পর্যায়ে পৌছতে পারবে।

একই Species এর মধ্যে কৌলিকতাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন দুটো প্যারেন্টের মধ্যে ক্রসিং এর ফলাফলই হচ্ছে হাইব্রিড (F1) যা প্যারেন্ট অপেক্ষা উন্নত মানের কাংখিত ফলাফল প্রদর্শন করে।

সনাতন জাতের চেয়ে হাইব্রিড জাত সাধারনত: ফলনের এমন কি গুণগতমানের দিক থেকে উন্নত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই হাইব্রিড ভূট্টার চাষ শুরু হয় এবং বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্রই হাইব্রিড ভূট্রার চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশেও হাইব্রিড ভূট্টার একশতভাগই চাষ হচ্ছে। হাইব্রিড সবজি চাষের ফলে সবজির উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে রং, গন্ধ, স্বাদ, আকার প্রভৃতিরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। সত্তর দশকের মধ্য ভাগ হতে হাইব্রিড ধানের উন্নয়ন ঘটছে এবং ধান উৎপাদন কারী দেশে এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে করনীয়

প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে প্রায় ৫ লক্ষ টন অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। একদিকে কৃষি জমির পরিমান কমছে, অন্যদিকে খাদ্য শস্যের প্রয়োজন বাড়ছে। তার পর দনি অঞ্চলের আমন ধান সাইক্লোনের কারনে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। দেশের উত্তর অঞ্চল এখন বোরো প্রধান এলাকা । কিন্তু এলাকার বোরো চাষ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভশীল হওয়ার কারনে বোরো চাষও ঝুঁকিপূর্ন হয়ে উঠছে । তবে উত্তর অঞ্চলের অনেকাংশ নিরাপদ এবং রবি মৌসমে অন্যান্য শস্যের জন্য উপযোগী। এমনি অবস্থায় আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে এক. দেশের দনি অঞ্চলে বোরো চাষ সম্প্রসারন করা, দুই. ভালো বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, তিন. উচ্চ ফলনশীল চাষ পদ্ধতি কৃষক পর্যায়ে আরো সম্প্রসারিত করা, চার. হাইব্রিড চাষ সম্প্রসারন করা।

হাইব্রিড প্রযুক্তি

হাইব্রিড একটি প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি। এর একটি স্বতন্ত্র সুবিধা আছে এবং সমগ্র পৃথিবীতেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষকগণ সব্জির হাইব্রিড বীজের সাথে ষাটের দশক থেকেই পরিচিত। নব্বই এর দশক থেকে ভূট্রার হাইব্রিড বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। ধানের হাইব্রিড বীজ ব্যবহার শুরু হয় নব্বই দশকের শেষ দিকে। প্রান্তিক জমি ও চরাঞ্চলীয় জমি হাইব্রিড সরগম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এ থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের কৃষকেরা হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করছে এবং ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

অনেক এলাকায় হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে এবং শস্য ব্যবস্থাপনা ও শস্য বহুমূখীকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

একই জায়গা থেকে অধিক উৎপাদন ঃ আমাদের দেশে প্রতি বছরই ১% হারে চাষ যোগ্য জমি কমছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে একই জমি থেকে অধিক পরিমানে ফসল উৎপাদন করা। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিকল্প প্রযুক্তির পাশাপাশি হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল একই জমি থেকে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

শস্য বহুমূখীকরণ ঃ মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৭৫ ভাগই ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে কম জমি থেকে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। এতে করে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক জমির ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

বীজ ঃ সব্জির হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে একই জমি থেকে অধিক ফলণ পাওয়া যেতে পারে। এভাবে সব্জির উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাজারে সব্জির প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণ তাদের খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে সব্জি ব্যবহার করে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।

সব্জি রপ্তানি ঃ বাংলাদেশ অনেক দিন যাবতই সব্জি রপ্তানি করে আসছে। সব্জি রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন সব্জির প্রয়োজন হয়। হাইব্রিড সব্জি খুবই গুণগত মানসম্পন্ন। সুতরাং সব্জির হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে বিশ্ব রপ্তানি বাজারে এ দেশীয় সব্জির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ভাল বীজের ব্যবহার ঃ হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং এর গুণগতমান যাচাই এর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত মানসম্পন্ন হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সব্জির গুণগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের কৃষকেরা প্রতি বছরই প্রত্যেক ফসলের ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবেই হাইব্রিড বীজ ক্রয় করে থাকে। এটা সত্য যে, হাইব্রিড বীজের উৎপাদন কৌশল খুবই কঠিন এবং কৃষকেরা এই বীজ উৎপাদন করায় অভ্যস্ত নয়। ফলে তাদের প্রতি বছরই নতুন বীজ ক্রয় করতে হয়। একারণে বীজের মূল্য ও প্রাপ্যতা বিবেচনায় যদি হাইব্রিড বীজ ব্যবহার লাভজনক হয়, কেবল তখনই কৃষকরা হাইব্রিড বীজ ক্রয় করবে।

কৌশল:
দেশে ১৯৯৩ সালে প্রণীত জাতীয় বীজ নীতিতে উচ্চ উপকরণ এবং উচ্চ উৎপাদন বিশিষ্ট উপযুক্ত ফসল জাতের বীজ প্রজণন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ উপকরণ ও অধিক উৎপাদনের জন্য হাইব্রিড বীজের ব্যবহার উপযোগী।

গবেষণা এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নত মানের বীজ ও রোপন সামগ্রী আমদানি সহজ করা বীজ নীতির উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি সামগ্রী ও দেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে।

ধান: আমাদের দেশে হাইব্রিড ধান ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে স্বল্প পরিসরে হাইব্রিড ধান উৎপাদ শুরু হয়। কিন্তু গত ২০০৮ সালে সারাদেশে প্রায় ১১০০০ মে. টন হাইব্রিড ধান বীজ ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে ২৮০০ মে. টন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ। জলসেচ সুবিধাযুক্ত বোরো মৌসুমই হাইব্রিড ধান চাষের উপযোগী মৌসুম। কৃষক আউশ মৌসুমেও স্বল্প পরিমাণে হাইব্রিড ধান চাষ করে থাকে। ২০২০-২১ সালের ধানী এলাকায় বোরো শতকরা ৫০ ভাগ, আউশ ২৫ ভাগ, আমন ২৫ ভাগ জমিতে হাইব্রিড ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে ২.৪৯ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন হবে যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

টেবিল-১ হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা ঃ

শস্য	এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)	হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে সম্ভাবনার ও হাইব্রিড বীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা			
				এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	গড় ২০% অধিক ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)	হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি (লক্ষ টন)
আউশ	১১.৫৪	২.০০ (প্রায়)	২২.৩০	২৫% (২.৯০)	২.০৫	২৩.৭০	১.৪৭
আমন	৫১.৫৭	২.০৬	১০৬.৪৫	২৫% (১২.৮৯)	২.১৬	১১১.৭৭	৫.৩২
বোরো	৪৬.৭৫	৩.৯০	১৮২.৩২	৫০% (২৩.৩৭)	৪.৬৮	২০০.৫৩	১৮.২১
মোট ধান	-	-	৩১১.১০	-	-	৩৩৫.৯৯	২৪.৯০
ভুট্টা	৩.৮২	৬.১৮	২৩.৬১	-	৭.১৮	২৭.৪২	৩.৮২
আলু	৫.২০	১৭.৭৫	৯২.৩৭	-	২৩.০০ (শীতল টিউবার ব্যবহার করে)	১০৪	১১.৬৩
সব্জী	৬.৫১	১৫.৬৮	৮৯.১০	-	১৬.৬৮	১০৮.৫৮	১৯.৪৮
						মোট ঃ	৫৯.৮৩ (৫.৯৮ মিঃ টন)

উৎস: ডিএই/ এআইএস (২০০৮)

ভূট্টা: দেশে প্রায় ১০০ ভাগ চাষী হাইব্রিড ভূট্টা বীজ ব্যবহার করছে। সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভূট্টার হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করে বীজর চাহিদা মেটাতে হবে।

অপ্রধান ফসল: হাইব্রিড সরগম ও চীনা দেশের প্রান্তিক জমি ও চর অঞ্চলে চাষ করা হলেও এখনও পর্যন্ত তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তাই নির্দিষ্ট অঞ্চলে এ সকল ফসল জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সব্জি : বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হাইব্রিড সবজি বীজ ব্যবহৃত হয়। যার বেশীর ভাগই আমদানিকৃত। সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে সবজি জাত উন্নয়নে গবেষণার কাজ চলছে। গবেষণা কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

তৈলবীজ: সরিষা একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈল জাতীয় ফসল এবং এর বেশীর ভাগ জাতেরই উৎপাদন মতা কম। সে কারনে স্বল্প মেয়াদী হাইব্রিড জাতের সরিষা কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করতে হবে।

উপসংহার

ধান, ভূট্টা ও সবজী উৎপাদনে হাইব্রিড বীজ জনপ্রিয় হচ্ছে এবং এর ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চর অঞ্চলে হাইব্রিড সরগম উৎপাদন শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশে আলু উৎপাদনে সীডলিং টিউবার এর ব্যবহার নতুন। এর ব্যবহারে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

প্রতি ইউনিট জমিতে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণের জন্য হাইব্রিড বীজ ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। এ ব্যাপারে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সকল শস্যের জন্য হাইব্রিড বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে।

নতুন নতুন হাইব্রিড শস্য জাত উদ্ভাবন এবং এফ১ বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারেন্ট লাইন সহজলভ্য করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে গবেষণা কার্য্যক্রম জোরদার করতে হবে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে হবে।

চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে ধান, ভূট্রা ও সবজির হাইব্রিড বীজ উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ঝুঁকি কমে আসবে এবং হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের পৃথকীকরণ দূরত্ব (Isolation distance) বজায় রাখা সম্ভব হবে।

আনোয়ার ফারুক
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক,
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার ও মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা- ২০০৯ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে " খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ" প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের অবস্থার নিরিখে খুবই যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সকল জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ ইতিপূর্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু সরকারের একার পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়। এজন্য কৃষি সেক্টরে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে বীজ ফসলের উপর সমন্বিত টেকসই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রয়োজন।

আমি আশা করি বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ আয়োজিত "খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ" শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী জাতীয় কর্মশালা থেকে এক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণে সহায়তামূলক সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

পরিশেষে এ প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী বীজ প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ উপলক্ষে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর " খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড বীজ " এই প্রতিপাদ্য অনুসরণ করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং দেশের কৃষি উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বীজ মেলার আয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তাগণও স্থানীয়ভাবে ভালো বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

বাংলাদেশ বীজ সম্মেলন ও মেলা-২০০৯ উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী বীজ প্রতিষ্ঠান এবং সব উদ্যোক্তাসহ গুনগত ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস বীজ শিল্পকে আরো উন্ন